بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نحمدہ و نصلّی علی رسولہ الکریم

সংক্ষিপ্তসার খুতবা জুমুআ

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন সম্পর্কিত অনুভূতি, উপদেশাবলী এবং জীবনাদর্শ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মাসরূর আহ্মদ খলিফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস আইয়্যাদাহুল্লাহু তাআলা বেনাস্রিহিল আযিয কর্তৃক ২১শে আগষ্ট, ২০২৬ ইং তারিখে যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড) ইসলামাবাদের মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত খুতবা জুমুআর সংক্ষিপ্তসার

আশ্হাদু আল্লাহ্ ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্দাহু লাশারীকালাহু, ওয়াশ্হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়ারসূলুহু। আম্মাবাদু ফা-আউযুবিল্লাহি মিনাশ শয়তানির রজিম, বিসমিল্লাহির রহ্মানির রহিম। আল্হামদু লিল্লাহি রব্বিল 'আলামিন। আর রহ্মানির রহিম। মালিকি ইয়াওমিদ্দিন। ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈ'ন। ইহ্দিনাস সিরাত্বাল মুসতাক্বীম। সিরাত্বাল লাযীনা আনআ'মতা আ'লাইহিম। গায়রিল মাগদূবি 'আলায়হিম। ওয়ালাদ্দল্লীন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর সৈয়্যদনা হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সাহাবীদেরকে আল্লাহতা'লার নিয়ামতসমূহের ওপর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের বিষয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেব নোমানী (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর কাছে মিয়াঁ বখশ সওদায়ীর সাথে ঘটা বিরোধের বিষয়ে জানতে চান। তিনি (আ.) তাঁকে বুঝিয়ে বলেন যে, উন্মাদ ব্যক্তি বুদ্ধিহীন ও ধর্মীয় দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে থাকে; তাই এমন ব্যক্তির সাথে তর্ক-বিতর্ক না করে বরং তার সাথে ভালো ব্যবহার করা উচিত। দুনিয়ার মানুষ ভুলবশত এমন লোকদেরকে খোদাপ্রেমিক, সাধু বা কোনো উচ্চ আত্মিক মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি মনে করে; কিন্তু বাস্তবে তারা বহু নিয়ামত থেকে বঞ্চিত। তারা জ্ঞান-বুদ্ধি, মেধা, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়ার আনন্দ, স্ত্রী-সন্তান ও তাদের লালন-পালনের সুখ-সুবিধা, আল্লাহতা'লার পরিচয় ও গভীর জ্ঞান, তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান, রসূল ও নবীর মর্যাদা ও অনুসরণ, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত, এর গভীর অর্থ, রহস্য, জ্ঞান ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলী, ধর্মীয় বিধি-বিধান ও আধ্যাত্মিক পথ, এবং নামায, রোযা, হজ্ব ও যাকাত আদায়ের মাধ্যমে সওয়াব ও উচ্চ মর্যাদা লাভের সুযোগ থেকে একেবারেই বঞ্চিত থাকে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন যে, এমন মানুষদেরকে দেখে তর্ক-বিতর্ক করার পরিবর্তে আল্লাহতা'লার শুকরিয়া আদায় করা উচিত যে, তিনি আমাদেরকে এসব নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখেননি। তিনি আমাদেরকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও মেধা দান করেছেন, পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত এবং এর জ্ঞান, রহস্য, মারেফাত ও সূক্ষ্ম বিষয়াবলী থেকে লাভবান করেছেন, হালাল ও হারামের পার্থক্য বোঝার তৌফিক দিয়েছেন, রসূলগণকে চেনার সামর্থ্য দান করেছেন এবং নিজের সত্তা ও গুণাবলীর জ্ঞান দান করেছেন। অতএব, প্রত্যেক আহমদীর খতিয়ে দেখা উচিত যে, সে আল্লাহতা'লার কৃতজ্ঞতা আদায়ের হক কোন পর্যায় পর্যন্ত আদায় করছে।

এই কৃতজ্ঞতাবোধেরই এক অত্যন্ত প্রভাবশালী ঘটনা হযরত মালিক মুহাম্মদ হাসান মুহাম্মদ সাহেব বর্ণনা করেন। হুযূর (আ.) ফজরের নামাযের জন্য আসলেন এবং নামাযের পর খাদেমদের কাছে জানতে চাইলেন যে, রাতে সারেঙ্গি ও তম্বুরা কোথায় বাজছিল? এর উত্তরে বলা হয়, মির্যা নিযামুদ্দীন সাহেব এক নর্তকীকে ডেকে

এনেছিলেন এবং প্রতি রাতের জন্য বিশ টাকা দেওয়ার ওয়াদা করেছিলেন, তাই সে সারারাত নাচ-গান করেছে। হুযূর (আ.) দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন: আল্লাহ্! সে কতই না অকৃতজ্ঞ! অর্থাৎ, সেই নারী বিশ টাকার বিনিময়ে সারারাত জেগে রইল, অথচ আমরা আমাদের প্রকৃত সৃষ্টিকর্তা ও মালিকের জন্য এক-দুই ঘণ্টাও জাগতে পারি না- যিনি আমাদেরকে অগণিত নিয়ামত দিয়ে ধন্য করেছেন। তিনি (আ.) এই কথাটি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করলেন এবং এরশাদ করলেন যে, আমরা আল্লাহতা'লার অগণিত নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করি না, নফল ও নামাযের দিকে মনোযোগ দিই না এবং ফজরের নামাযের জন্য ওঠাও আমাদের জন্য কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

হুযূর আনোয়ার বলেন: অতএব, এই বিষয়ে প্রতিটি আহমদীর নিজের পর্যালোচনা করা উচিত যে, আমরা কোন পর্যায় পর্যন্ত আল্লাহতা'লার কৃতজ্ঞতা আদায়ের হক পূরণ করছি।

হযরত শেখ মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব সরদাবী (রা.) বর্ণনা করেন যে, হুযূর (আ.) এর অভ্যাস ছিল যে আহারের সময় তিনি 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে থাকতেন এবং এমনভাবে খেতেন যেন কোনো কিছু অনুসন্ধান করছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) ও বর্ণনা করেছেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) রুটির ছোট একটি টুকরো মুখে দিয়ে ভালোভাবে চিবোতে থাকতেন, বড় লোকমা নিতেন না এবং সাথে সাথে 'সুবহানাল্লাহ, সুবহানাল্লাহ' বলতে থাকতেন। এরপর কিছুক্ষণ পর দ্বিতীয় কোনো টুকরোতে সালন (ঝোল বা তরকারি) লাগিয়ে খেতেন। এভাবে খাবারের মতো সাধারণ মনে হওয়া নিয়ামতেও আল্লাহ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠত।

হযরত সৈয়দ জয়নুল আবেদীন ওয়ালীউল্লাহ শাহ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, যখন এলাকায় বা শহরে প্লেগ দেখা দিত, তখন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর নিজের ঘর, বোর্ডিং হাউস এবং সকল সদস্যের ঘরের পরিচ্ছন্নতার বিশেষ ব্যবস্থা করতেন এবং গন্ধক, আগুন, ফিনাইল ইত্যাদি দিয়ে জীবাণু ধ্বংস করার তাগিদ দিতেন। তিনি (আ.) বলতেন যে, উপায়-উপকরণ ও মাধ্যম ব্যবহার করাও আল্লাহতা'লার নিয়ামতের শুকরিয়া আদায় করারই শামিল। আল্লাহতা'লা এমন বস্তুসমূহ সৃষ্টি করেছেন যা রোগব্যাধি ও মহামারীর প্রভাব দূর করার মাধ্যম হয়। তাই উপায়-উপকরণ ত্যাগ করা খোদাতা'লার শরিয়তের পরিপন্থী। অবশ্য, তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসার স্থান হলো এর পরে উপায়-উপকরণ অবলম্বন করে সেগুলোর ওপরই ভরসা করে বসে থাকা যাবে না, বরং সেসব উপকরণের পেছনে খোদাতা'লার হাতকে দেখতে হবে।

হযরত মুহাম্মদ ইব্রাহীম সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, ১৯০৪ সালে করম দ্বীনের মামলার সূত্রে হুযূর (আ.) যখন গুরদাসপুরে অবস্থান করছিলেন, তখন এই অধম হুযূর (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য উপস্থিত হয়। একদিন এক বন্ধু তাজা পাকা খেজুর নিয়ে আসেন। কেউ একজন বলেন, এগুলো উষ্ণ প্রকৃতির বা গরম বৃদ্ধিকারী। তখন সেই বন্ধু বলেন, যত খুশি খেজুর খেয়ে নিন, এরপর একটু পেঁয়াজ খেয়ে নিলে এর গরম ভাব কেটে যাবে। হুযূর (আ.) এ কথা শুনে বলেন, আল্লাহ্তা'লা কী চমৎকার ব্যবস্থা করে রেখেছেন যে, প্রতিটি জিনিসের প্রতিষেধক বিদ্যমান রেখেছেন। আম খেলে তার মিষ্টির প্রভাব দূর করার জন্য কিছু জাম খেয়ে নিতে পারেন আবার কলা বেশি খেয়ে ফেললে কিছু কাঁচা চাল চিবিয়ে খেলে এর মিষ্টির প্রভাব দূর হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভের পরও আল্লাহতা'লার শুকরিয়া আদায় করেছেন। 'তাযকিরাতুশ শাহাদাতাইন' লেখার সময় তাঁর তীব্র কিডনির ব্যথা শুরু হয় এবং তিনি ধারণা করেছিলেন যে হয়তো এই রচনাটি সম্পন্ন নাও হতে পারে। রাতে তিনি পরিবারের সদস্যদের একত্র করে দোয়া করেন এবং সাহেবজাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ (রা.)-এর কথা স্মরণে রেখে দোয়া করেন যেন আল্লাহতা'লা এই বইটি পূর্ণ করার তৌফিক দান করেন। দোয়ার পর তাঁর ওপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নেমে আসে এবং ইলহাম হয়: **'সালামুন ক্বওলাম মির্ রাব্বির রাহীম'**। সকাল ছয়টার আগেই তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং সে দিনই প্রায় অর্ধেক বই লিখে ফেলেন। পরিশেষে তিনি (আ.) বলেন: ফালহামদুলিল্লাহি আলা যালিকা (সুতরাং এর জন্য আল্লাহতা'লার যাবতীয় প্রশংসাধন্য শুকরিয়া)।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর চরিত্রের একটি উজ্জ্বল দিক হলো, তাঁর স্বভাবের মধ্যে এতটা বিনয় ও কৃতজ্ঞতাবোধ ছিল যে, ছোটোখাটো সেবা ও কথার জন্যও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। হুযূর (আ.) যখন

'বারাহীনে আহমদীয়া' গ্রন্থ রচনা করেন, তখন এই কাজে সাহায্যকারীদের নাম লিপিবদ্ধ করেন এবং সেই তালিকায় তাদের নামও রয়েছে যারা মাত্র দুই আনা দিয়েছিলেন।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) মিয়াঁ মঞ্জুর মুহাম্মদ সাহেব (রা.)-এর উল্লেখ করে বলেন, খোদার অনুগ্রহের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ এ কথা উল্লেখ করা আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, আমার গুরুত্বপূর্ণ রচনাবলীতে আল্লাহ্তা'লা নিজ কৃপায় আমাকে একজন দক্ষ ও কৃতজ্ঞতা লাভের যোগ্য নিষ্ঠাবান ব্যক্তি দান করেছেন অর্থাৎ, প্রিয় মিয়াঁ মঞ্জুর মুহাম্মদ ক্যালিগ্রাফার। তিনি খুবই সুন্দর হাতের লেখার অধিকারী আর তিনি জাগতিকতার জন্য নয়, বরং কেবল ধর্মের ভালোবাসায় কাজ করেন এবং স্বদেশ থেকে হিজরত করে এখানেই অর্থাৎ কাদিয়ানে বসবাস শুরু করেছেন। এটি আল্লাহ্তা'লার অপার অনুগ্রহ, আমার ইচ্ছানুযায়ী এমন একজন নিষ্ঠাবান ও উদ্যমী ব্যক্তি আমি পেয়েছি যে, আমি যেকোনো সময় দিনে বা রাতে তাঁর কাছ থেকে ক্যালিগ্রাফির সেবা গ্রহণ করি এবং তিনি সম্পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে খোদা তা'লার সন্তুষ্টির জন্য এই সেবা করে থাকেন।

হযরত শেখ ইয়াকুব আলী সাহেব ইরফানী (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খাদেমদের ছোট ছোট কাজেরও কদর করতেন এবং তাঁদের মন জোগাতেন (উৎসাহিত করতেন)। যখন কোনো বই বা পুস্তিকা দ্রুত প্রকাশ করার প্রয়োজন হতো এবং রাতে কাজ চলত, তখন প্রেসের কর্মীদের জন্য দুধ ও অন্যান্য জিনিসপত্র বিশেষ মনোযোগের সাথে ব্যবস্থা করতেন, স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মজুরি দিতেন এবং তাঁদের কর্মদক্ষতা ও মেহনতের জন্য আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, নবীরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ চিত্তের অধিকারী হন। সামান্য থেকে সামান্যতম বিষয়েও অনেক বড়ো অনুগ্রহ অনুভব করেন। তিনি (রা.) বলেন, আমি দেখেছি যখন হুযূর (আ.)-এর বইপুস্তক দিন-রাত ছাপানো হতো, তখন শত চেষ্টা সত্ত্বেও তিনি বহু রাত একদমই ঘুমাতেন না। কিন্তু রাতে যখনই কেউ প্রুফ নিয়ে আসতেন, তখন তার ডাক দেওয়ার সাথে সাথেই তিনি নিজে উঠে যেতেন এবং সাথে এটাও বলতেন যে, 'জাযাকাল্লাহু আহসানাল জাযা' (আল্লাহ্ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন)।

হাফেজ নবী বখশ সাহেব বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বাগানে পায়চারি করছিলেন। তাঁর হাতে একটি বেতের লাঠি ছিল, যা একটি গাছে আটকে যায়। বহু সঙ্গী তা নামানোর চেষ্টা করলেও সফল হননি। নবী বখশ সাহেব গাছে উঠে লাঠিটি নিচে নামিয়ে আনেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এতে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং বারবার তাঁর প্রশংসা করে বলেন যে, মিয়াঁ নবী বখশ অসাধারণ কাজ করেছেন যে গাছে উঠে তৎক্ষণাৎ লাঠিটি নামিয়ে এনেছেন। তিনি (আ.) ছোট-বড় সবাইকেই অত্যন্ত সম্মানের সাথে সম্বোধন করতেন।

ডক্টর মীর মুহাম্মদ ইসমাইল সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন যে, হযরত সাহেব (আ.)-এর জন্য যখন কেউ কোনো উপহার নিয়ে আসত, তখন তিনি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হতেন এবং ঘরেও সেই ব্যক্তির নিষ্ঠার প্রশংসা করতেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, ডক্টর খলিফা রশীদুদ্দীন সাহেব আগ্রা থেকে কাদিয়ানে আসার সময় হযরত সাহেব (আ.)-এর জন্য 'খুরমা' নিয়ে আসতেন। একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সকাল থেকে খাবার গ্রহণ করেননি, কিন্তু যখন জানতে পারলেন যে আগ্রা থেকে তাঁর জন্য খুরমা আনা হয়েছে, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, তা পছন্দ করলেন, প্রশংসা করলেন এবং কিছু অংশ নিজের জন্য রেখে দিতে বললেন।

গুরদাসপুরে করম দীন সংক্রান্ত মামলা চলাকালীন আর্থিক চরম সংকটের সময়ে ডক্টর খলিফা রশীদুদ্দীন সাহেব তাঁর ঘরে থাকা সমস্ত অর্থ পাঠিয়ে দেন এবং পরবর্তী আয়ও পাঠাতে থাকেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর এই কুরবানির গভীর অনুভূতি প্রকাশ করে তাঁকে লেখেন যে, আপনি কুরবানির চূড়ান্ত করেছেন, এখন আর চাঁদা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, পূর্বে তিনি ফরজ হিসেবে চাঁদা দিতেন এবং পরবর্তীতে শুকরিয়া হিসেবেও দিতে থাকেন।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর সন্তান-সন্ততিকে ওসিয়্যতের চাঁদা থেকে অব্যাহতি দিয়েছিলেন; কিন্তু রসূলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশনা 'আফালা আকুনু

আবদান শাকুরা' অর্থাৎ 'আমি কি এক কৃতজ্ঞ বান্দা হব না?' স্মরণ এলো। তাই আমি শুকরিয়া হিসেবে চাঁদা দেওয়া শুরু করলাম এবং আমার চাঁদা ওসিয়্যতকারীদের চেয়েও বেশি হয়ে গেল। অতঃপর আমার ইলহামটি স্মরণে এল: 'ই'মালূ আলা দাউদা শুকরা'। ফলে আমি শুকরিয়া হিসেবে প্রচুর চাঁদা প্রদান করি।

হুযূর আনোয়ার বলেন: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর ওসিয়্যত অনুযায়ী অব্যাহতি কেবল তাঁর পাঁচ সন্তানের জন্যই ছিল, তাঁদের সন্তান-সন্ততি, ছেলেদের স্ত্রী কিংবা মেয়েদের স্বামীদের জন্য ছিল না; যে ওসিয়্যত করবে তাকে ওসিয়্যতের চাঁদা এবং সম্পত্তির অংশ দিতে হবে। বেহেশতী মাকবারায় দাফনের অনুমতিও কেবল এই পাঁচ সন্তানের জন্যই ছিল। তবে হযরত আম্মা জান (রা.) এবং তাঁর (আ.) সন্তানরা অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর পর কোনো খলীফা বা পরিবারের কোনো সদস্যের জন্য এই ছাড় ছিল না; সকলেই ওসিয়্যত করেছেন, চাঁদা দিয়েছেন এবং অন্যান্য তাহরীকেও সামর্থ্য অনুযায়ী অংশ নিয়েছেন। এই ছাড় কেবল ঐ পাঁচ সন্তানের জন্যই ছিল-এই স্পষ্টীকরণ আমি এজন্য করছি কারণ কয়েকটি স্থান থেকে আমার কাছে একটি প্রশ্ন এসেছিল।

হযরত মিয়াঁ সদরুদ্দীন সাহেব বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চেরাগ পিয়নকে এক পয়সা দিয়ে তিলের খাজা আনালেন। যখন খাজা নিয়ে আসা হলো, তখন তিনি (আ.) তা দু'ভাগে ভাগ করলেন এবং এক ভাগ তাকে দিতে লাগলেন। সে নিতে অস্বীকৃতি জানালে তিনি (আ.) বললেন, পয়সা আমার ছিল কিন্তু পরিশ্রম তোমার, তুমি গিয়ে নিয়ে এসেছ, তাই অর্ধেক তোমার। এটাও অন্যদের কাজের কদর করা এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের এক অনন্য দৃষ্টান্ত ছিল।

এক উপলক্ষে বাটালায় বন্ধুগণ চায়ের ব্যবস্থা করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) চা পরিবেশনকারীদের বিষয়ে খোঁজখবর নেন এবং তাঁদের এই সেবার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পরবর্তীতে পত্রিকাতেও ঐসব ব্যক্তির সেবার কথা উল্লেখ করে শুকরিয়া আদায় করেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি কারও ছোট থেকে ছোট সেবাকেও উপেক্ষা করতেন না, বরং তার কদর করতেন এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন।

আল্লাহতা'লা আমাদেরকেও কৃতজ্ঞতার এই উচ্চমান অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন।

আল্‌হামদুলিল্লাহি নাহ্‌মাদুহূ ওয়া নাসতায়ীনুহূ ওয়া নাসতাগ্‌ফিরুহূ ওয়া নু'মিনুবিহী ওয়া নাতাওয়াক্কালু আলাইহি ওয়া না'উযুবিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সায়্যিআতি আ'মালিনা-মাইয়্যাহ্‌দিহিল্লাহু ফালা মুযিল্লালাহু ওয়া মাই ইউয্‌লিলহু ফালা হাদিয়ালাহু-ওয়া নাশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহ্‌দাহু লা শারীকালাহূ ওয়ানাশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহূ ওয়া রাসূলুহু-

'ইবাদাল্লাহি রাহিমাকুমুল্লাহু-ইন্নাল্লাহা ইয়া'মুরু বিল 'আদলি ওয়াল ইহসানি ওয়া ঈ'তাইযিল কুরবা ওয়া ইয়ানহা 'আনিল ফাহ্‌শাই ওয়াল মুনকারি ওয়াল বাগ্‌ই-ইয়াইযুকুম লা'আল্লাকুম তাযাক্কারুন। উযকুরুল্লাহা ইয়াযকুরকুম ওয়াদ'উহু ইয়াসতাজিবলাকুম ওয়ালা যিক্‌রুল্লাহি আকবর।

('মজলিশ আনসারুল্লাহ্ ভারত' কর্তৃক প্রকাশিত সংক্ষিপ্ত উর্দু খুতবার অনুবাদ)

Bengali Khulasa Khutba Juma
Huzoor Anwar (at)
21 *August 2026*
Distributed by
Ahmadiyya Muslim Mission
.....................*P.O*.........................
Distt........................*Pin*.........*W.B*

To,
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _

বিশদে জানতে:Toll Free No.1800 103 2131| www.alislam.org | www.mta.tv | www.ahmadiyyamuslimjamaat.in